সমকাল

তারিখ 22 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

জাবির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না

■ জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) পরীক্ষা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষায় দায়িত্ব পালনের পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না বলে জানা গেছে। পাঁচ মাস ধরে তাদের এই পারিশ্রমিক আটকে আছে। এ ছাড়া সমপদের কর্মচারীদের পারিশ্রমিকেও বৈষম্য করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের অধীনে ৩৬ বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের তাত্ত্বিক কোর্সের পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষা কার্যালয়ের তিন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন পিয়ন দায়িত্ব পালন করেন। সেই হিসাবে ৩৯ কর্মচারী তাদের পাঁচ মাসের পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। এর বাইরেও ৮ জন ল্যাব ইনচার্জ আছেন, যারা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অর্ডিন্যান্সের ১৫তম ধারা অনুযায়ী, পরীক্ষার হলে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি ঘণ্টা হারে অফিসার বা টেকনিক্যাল অফিসার বা ল্যাব ইনচার্জ ১২০ টাকা, সহকারী বা ল্যাব সহাকারী ইনচার্জ বা ল্যাব টেকনিশিয়ান ৮০ টাকা এবং পিয়ন ৭০ টাকা হারে টাকা পাওয়ার কথা। সেই নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের বিল তৈরি করেন এবং তা কন্ট্রোলার কার্যালয়ে পাঠান। ওই বিলে কন্ট্রোলার কার্যালয় ও কোষাধ্যক্ষ অনুমোদন না দিয়ে ফের পরীক্ষা কার্যালয়ে ফেরত পাঠানো হয়। এতে দীর্ঘ পাঁচ মাসের বিলে অনুমোদন না দেওয়ায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

অন্যদিকে, রসায়ন বিভাগের সিনিয়র ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট ও সিনিয়র ল্যাব টেকনিশিয়ান দুটি সমপদ হলেও তাদের বিলেও পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সহকারী কন্ট্রোলার একেএম জসিম বলেন, 'পার্থক্য তৈরি করা হয়ে থাকলে তা কন্ট্রোলার স্যারের নির্দেশে করেছি।' তবে কন্ট্রোলার মোতাহার হোসেন এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। এ বিষয়ে পরীক্ষা কার্যালয়ের একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী জানান, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অমান্য করে পাঁচ মাসের বিল আটকে রাখা হয়েছে।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল খায়ের এ বিষয়ে বলেন, 'এখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকতে পারে। কী কারণে পারিশ্রমিক আটকে আছে তা খতিয়ে দেখে হিসাব নিয়ন্ত্রক অফিসকে সমাধানের নির্দেশ দেব।'